উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-৫৪৮৩/২০১১

আয়েশা আক্তার

ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-Avcxj Kvixনি।

বনাম

রাষ্ট্র

---- **প্রতিবাদী**।

জনাবা সৈয়দা আফছার জাহান, G¨vW‡fv‡KU

সঙ্গে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, এডভোকেট

----দরখাস্তকারীনি-

Avcxj Kvixনি পক্ষে।

জনাবা সারমিনা হক, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

--- প্রতিবাদী c‡¶|

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১৯ অক্টোবর,২০১১ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Bnv bvix I wkï wbhvZb `gb AvBb 2000 Gi 28 avivi weavb Abhvqx আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীলের Av‡e`b cÎ|

দরখাস্তকারীনি-Avcxj Kvixনি, bvix I wkï wbhvZb দমন ট্রাইব্যুনাল শরীয়তপুর, (পরবর্তীতে শুধুমাত্র ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) বিচারাধীন bvix I wkï মামলা নং ৯১/২০১০, যাহার জি,আর, নং ১৪৬/২০১০ যাহা পালং থানার মামলা নং ১৪ তারিখ ২৪-০৭-২০১০, ধারা ৭/৩০ নারী ও শিশু নির্যাতন

দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) হইতে উদ্ভব। উক্ত মামলায় দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি নিজ জিম্মায় যাওয়ার আবেদন ট্রাইব্যুনাল ১৭-০৮-২০১১ ইং তারিখে ২৫ নং আদেশ বলে খারিজ করিলে উক্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাস্ট্র পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির ভগ্নিপতি মোঃ সজিব সরদার গত ২৪-০৭-২০১০ ইং তারিখ সকাল ৯-৩০ ঘটিকার সময় থানায় হাজির হইয়া লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ১৫-০৭-২০১০ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯-০০ ঘটিকার সময় তাহার শালিকা আয়েশা আক্তার (১৬) পিতা-মৃতঃ আঃ রশিদ বেপারী, সাং-তেতুলিয়া, থানা-পালং, জেলা-শরীয়তপুর তাহাদের বাড়ী হইতে কাহারও কাছে কিছু না বলিয়া চলিয়া যায়। উক্ত সংবাদ পাইয়া এজাহারকারী তাহার আত্মীয় স্বজনকে জানাইয়া বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করিতে থাকেন, এ ব্যাপারে এজাহারকারীর জেঠাইস নারগিস আক্তার পালং থানায় একটি জি,ডি, করেন, যাহার নং-৬৬৭ তারিখ ১৮-০৭-২০১০। আয়েশা আক্তার-কে সন্ধানকালে জানিতে পারেন যে, তেতুলিয়া গ্রামের জেসমিন আক্তার (১৭) কে ও উক্ত তারিখ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। উভয় পরিবারের লোকজন তাহাদের সন্ধান করিতে থাকেন এবং গত ২৩-০৭-২০১০ তাং সকাল অনুমান ৬-০০ টার সময় এজাহারকারী ও তাহার আত্মীয় মজিদ সরদারকে নিয়া ঢাকা শহরে সন্ধানকালে ঢাকা এয়ারপোর্ট মোল্লারটেক নামক স্থানে জেসমিন

আক্তারের খালার বাসায় যাইয়া জেসমিন আক্তারকে দেখিতে পান। জেসমিনের নিকট আয়েশা আক্তারের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে জেসমিন তাহাদের নিকট জানায় যে, গত ১৫-০৭-২০১০ইং তারিখ সকাল ৯-০০ ঘটিকার সময় আয়েশা আক্তার তাহার বাড়ীতে যায় এবং তাহার সাথে পালং বাজারে কেনাকাটা করিবার জন্য দুই জনই বাড়ির বাহির হইয়া রিক্সাযোগে পালং রাজগঞ্জ ব্রিজের উপর পৌঁছা মাত্র আসামী (১) লিখন (২) জাকির হোসেন (৩) সাগর (৪) আল-আমীন সাং তেতুলিয়াগন রিক্সা থামাইয়া ভয় দেখাইয়া পালং বাজারের ম°া টেইলারের পিছনে সিড়ির নিকট নিয়া যায়, সেখান হইতে উক্ত আসামীগণ ২টি রিক্সা নিয়া তাহাদেরকে মাজিরকান্দী এক বাড়ী নিয়া যায়। সেখান হইতে আসামীরা ১৯-৭-২০১০ ইং তারিখ মাঝিরকান্দি ঘাটে নিয়া আয়শা আক্তার ও জেসমিনকে লিখনের সংগে লঞ্চে তুলিয়া দেয়, তাহারা ঢাকা যাইয়া জেসমিনকে তাহার খালার বাসায় রাখিয়া আসামী লিখন দরখাস্তকারীনি আয়েশা আক্তারকে নিয়া চলিয়া যায়। অতপরঃ এজাহারকারীর উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পালং থানার মামলা নং- ১৪ তারিখ ২৪-০৭-২০১০ রুজু হয়।

অতঃপর পালং থানার পুলিশ মামলাটি তদন্ত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে দরখাস্তকারীনি-আপীলকারিনী ও আসামী মনিরুল ইসলাম লিখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঢাকা হইতে বাড়ী আসার পথে রাজগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে পুলিশ তাহাদের আটক করে। ঐদিনই আয়েশা আক্তারের জাবানবন্দী আইনের ২২ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাহাকে নিরাপদ হেফাজতে ও অভিযুক্ত মনিরুল ইসলাম লিখনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মনিরুল ইসলাম (লিখন) মহামান্য

হাইকোর্ট হইতে জামিনে মুক্ত হন। অন্য দিকে মামলা তদন্ত সাপেক্ষে পালং থানার পুলিশ বিগত ৩১-০৮-২০১০ ইং তারিখ আসামীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক মামলার দায় হইতে তাহাদের অব্যাহতির প্রার্থনা জানান। যাহার চূড়ান্ত প্রতিবেদন নং-৫৮ তারিখ ৩১-০৮-২০১০।

দরখাস্তকারিনী-আপীলকারীনি একাধিকবার নিজ জিম্মায় যাওয়ার দরখাস্ত দাখিল করেন। সর্বশেষ ১৭-০৮-২০১১ ইং তারিখ দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির দাখিলকৃত নিজ জিম্মার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা সৈয়দা আফছার জাহান সঙ্গে মোঃ আমিনুল ইসলাম আপীলটি শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, আপীলকারীনি প্রাপ্ত বয়স্কা, ঘটনার সময় তাহার বয়স ১৮ বৎসর ৯মাস ছিল, যাহা তিনি আইনের ২২ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে জবানবন্দিকালে হলফ পূর্বক বলিয়াছেন, ইহা ছাড়াও তিনি ২২ ধারায় জবানবন্দিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় আসামী মনিরুল ইসলাম লিখনকে ভালবেসে বিবাহ করিয়াছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছন। এজাহারকারীর এজাহারের বর্ণনা মতে আপীলকারীনির বয়স ১৬ বৎসর, সেক্ষেত্রে ও আইন এর ২ এর (ট) ধারা অনুযায়ী দরখাস্তকারীনি যেহেতু শিশু নহে সাবালিকা সেহেতু নিজ জিম্মায় যাওয়ার ন্যায় সংঙ্গত অধিকারী কিন্ত ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারী-

আপীলকারীনির আইনের ২২ ধারার জবানবন্দি, পালং থানার পুলিশ প্রতিবেদন, যেখানে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রহিয়াছে, তাহার মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া তর্কিত ভ্রমক্তোক আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে রদ ও রহিত যোগ্য এবং আইনের বিধান অনুযায়ী যেহেতু দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি প্রাপ্ত বয়স্কা সেহেতু তিনি নিজ জিম্মায় যাওয়ার ন্যায় সংঙ্গত অধিকারী, বিধায় আপীলটি মঞ্জুর হইবে।

অন্য দিকে রাস্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাবা সারমিনা হক আপীলের জোরালো বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, এজাহার অনুযায়ী দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ১৬ বৎসর এবং যেহেতু দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির ২২ ধারার বিধান অনুযায়ী সাবালিকা বলিয়াছেন কিন্ত তাহা কোন ডাক্তারী সনদপত্র দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, বিধায় বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া নিরুপণ করা সম্ভব নহে, সেহেতু এই পর্যায়ে আপীলটি না-মঞ্জুরের নিবেদন করেন।

আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। এজাহার দৃস্টিতে দেখা যায় যে এজাহারকারী এজাহারে দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ঘটনার সময় তথা ২৪-০৭-২০১০ ইং তারিখ ১৬ বৎসর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যদিকে ভিকটিম ০৮-০৮-২০১০ তারিখ আইনের ২২ ধারায় যে জবানবন্দি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বয়স ১৮ বৎসর ৯মাস। তিনি ৭/৮ বৎসর পূর্বে ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ার সময় স্কুল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এরপর বাড়ীতে আছেন। আসামী মনিরুল ইসলাম লিখন এর সহিত তাহার ২ বৎসর পূর্ব

হইতে প্রেমের সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে, তাহার মা এবং মামা অন্যত্র তাহার বিবাহ ঠিক করিলে তাহার বান্ধবী জেসমিনের সহায়তায় লিখনকেসহ ঢাকায় চলিয়া যান এবং ঢাকায় তাহাদের গ্রামের এক অত্মীয়ের বাসায় তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি স্বেচ্ছায় আসামী লিখনের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরবর্তীতে জানিতে পারেন যে তাহাদের অভিভাবক মহল বিবাহ মানিয়া নিয়াছেন, আনুস্ঠানিকভাবে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইবে এইরুপ সংবাদের ভিত্তিতে তাহারা শরীয়তপুর চলিয়া আসেন এবং রাজগঞ্জ ব্রিজের নিকট বাস হইতে নামার সাথে সাথেই পুলিশ তাহাদের গ্রেফতার করেন।

পালং থানার পুলিশ কর্মকর্তা এস,আই, জনাব আঃ জলিল খান ফৌজদারী কার্যবিধি ১৭৩ ধারায় যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন, সেখানে দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, "ভিকটিম এর জবানবন্দি নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ২২ ধারায় লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং ডাক্তারী পরীক্ষার অনুমতি চাহিয়া বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেন। ভিকটিম আয়েশা আক্তারের জবানবন্দি ২২ ধারামতে লিপিবদ্ধ করেন। ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ না পাওয়ায় ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয় নাই। তিনি ভিকটিমের ২২ ধারার পরীক্ষা সংগ্রহ করিয়া পর্যালোচনা করেন । ভিকটিমের জন্ম সনদপত্র সংগ্রহ করেন। জন্ম সনদপত্র অনুযায়ী ভিকটিম আয়েশা আক্তার এর জন্ম তারিখ ১০-০১-১৯৯২ ইং।

সার্বিক বিবেচনায় এজাহার, ভিকটিমের ২২ ধারায় জবানবন্দী, পুলিশ এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার তদন্ত (চূড়ান্ত রিপোর্ট) প্রতিবেদন

পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এজাহার অনুযায়ী দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ঘটনার সময় ১৬ বৎসর, আপীলকারীনি ০৮-০৮-২০১০ তারিখ ২২ ধারার জবানবন্দী অনুযায়ী তাহার বয়স ১৮ বৎসর ৯ মাস উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তার সংগৃহীত দরখাস্তকারীনির জন্ম সনদপত্র অনুযায়ী তাহার জন্ম তারিখ ১০-০১-১৯৯২ ইং উল্লেখ রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে এই সকল তথ্য উপাত্ত বিচার সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন না করিয়া ট্রাইব্যুনাল ঘটনার ১বৎসরের অধিককাল পরেও "ভিকটিম তাহার স্বামীর জিম্মায় যাওয়ার আবেদন করেন নাই কেন তাহা সুস্পস্ট নয়। এমতাবস্থায় তাহার পক্ষে দাখিলীয় জিম্মার দরখাস্ত এতদ্বারা না-মঞ্জুর করা হইল"। এধরনের মন্তব্যসহকারে দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির নিজ জিম্মার দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা যেমন আইনের অবমূল্যায়নসহ অপপ্রয়োগ ও অন্য দিকে অমানবিকও বটে, কেননা সর্বাগ্রে ট্রাইব্যুনালের মানবিক বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ ছিল কেননা দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি পূর্ণ বয়স্কা একজন যুবতী মহিলা, তাহাকে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে জেল খানায় অন্তরীন রাখা হইতেছে।

এজাহার সহজভাবে দেখিলেও যেখানে দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ১৬ বৎসর উল্লেখ আছে এবং আইনের ২ এর (ট) ধারায় ১৬ বৎসর বয়সের নিম্মে বয়সের ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে অন্য কোন তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ট্রাইব্যুনাল এর উচিৎ ছিল ০৮-০৮-২০১০ ইং তারিখের ভিকটিম এর আইনের ২২ ধারার জবানবন্দী গ্রহণের পরই এজাহার এবং

২২ ধারার জবানবন্দী বিবেচনা করিয়া মানবিক দিক মূল্যায়ন করিয়া একজন মহিলার প্রতি সম্মান প্রর্দশন ও আইনের যথার্থ প্রয়োগের স্বার্থে বিচারের মানদন্ড সমুন্নত রাখার লক্ষ্যেই তখনই কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীকে স্ব-সম্মানে নিজ জিম্মায় যাওয়ার আদেশ দেওয়া কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার ট্রাইব্যুনাল তাহা মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী যাহা হলফ পূর্বক ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে আইনের ২২ ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কোন অবস্থায় ট্রাইব্যুনাল অবিশ্বাস করিতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে 59 DLR 416, Monir Hossian @ Monir-vs-State মামলার নজির বিবেচনার যোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "There is no earthy reason to disbelieve the statements of the Victim which she also gave under section 164 of the code. It is also not acceptable to us whey a minor girl would give her deposition and statement narrating the involvement of the appellant in such a manner as she has given, if these would have been no forceful abduction by the appellant and that if she went with him on her own wish as she loved him".

আইন অনুযায়ী কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি আর শিশু থাকেন না তিনি তখন জিম্মা বা হেফাজতের ক্ষেত্রে তাহার নিজ ইচ্ছা পোষণের অধিকার অর্জন করেন। সে ক্ষেত্রে আইনের ৭ ধারা তখনই লঙ্ঘন হইবে যখন তাহাকে কেহ প্রলুব্ধ করিয়া অপহরণ করে কিন্তু দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই মর্মে আপীলকারীনির আইনের

২২ ধারায় জবানবন্দীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। আপীলকারীনিকে অপহরণ করা হইয়াছে এবং এজাহার অনুযায়ী ঘটনার সময় কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির বয়স ১৬ বৎসর সেই ক্ষেত্রে হেফাজতের/জিম্মার বিষয়ে ট্রাইব্যুনালকে আইনের ২(ট) ধারার বিধান অনুযায়ী সাবালিকার বয়স ১৬ বৎসরের অনধিক নহে বিবেচনায় নিয়া বিচার করিতে হইবে তাহাই সর্বোচ্চ আদালতের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত যাহা প্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিগণিত হইয়াছে এবং যাহা ট্রাইব্যুনালসহ সকলের জন্য প্রতিপালনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের 46 DLR (AD) 10 Wahid Ali Dewan-VS-State মামলায় নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Decision of as to custody of a minor pending Criminal proceedings-Neither Personal law nor Majority Act is relevant for the purpose. The statute that held good is the penal code. If the allegations are that of kidnapping of a minor girl, then for the purpose of her custody, the court has to proceed on the basis that she is a minor if she is under 16. If however the allegations are that of procuration of minor girl, the court has to proceed on the basis of that a girl is a minor who is under 18".

সার্বিক বিবেচনায় আমরা নীতিগতভাবে একমত যে ট্রাইব্যুনাল মামলার এজাহার কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনির আইনের ২২ ধারার জবানবন্দী নথিতে সংরক্ষিত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন

বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হইয়া তর্কিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহা আইন সঙ্গত নহে বিধায় উপরোক্ত আলোচনায় পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে তাহা রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য। সেহেতু আপীলটি মঞ্জুর হওয়া আইন সঙ্গত ও ন্যায় বিচারের পরিপুরক।

অতএব,

ফলাফল,

আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল শরীয়তপুর কর্তৃক নারী ও শিশু মামলা নং- ৯১/২০১০ যাহার জি,আর, নং-১৪৬/২০১০, যাহা পালং থানার মামলা নং-১৪, তারিখ-২৪/০৭/২০১০, ধারা ৭/৩০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, তাহাতে প্রদত্ত ১৭-০৮-২০১১ ইং তারিখের ২৫ নং আদেশ রদ ও রহিত করা হইল এবং কথিত ভিকটিম-দরখাস্তকারীনি-আপীলকারীনি আয়েশা আক্তার, পিতা-মৃত আঃ রশিদ বেপারী, গ্রাম-তেতুলিয়া, থানা-পালং, জেলা-শীরয়তপুরকে অন্তরীন রাখা তথা নিরাপদ হেফাজতে রাখার আদেশ বে-আইনী ঘোষিত হইল এবং তাহাকে অতিসত্বর নিজ জিম্মায় মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইল, যদি না তিনি অন্য কোন মামলায় আটক আদেশ প্রাপ্ত হন ।

আদেশের কপি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হইল।

বিচারপতি এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

আমি একমত।